সংবাদ

10 JUL 2008

শিক্ষকদের অবহেলা : কুড়িগ্রামে উপবৃত্তির টাকা ফেরত যাচ্ছে

প্রতিনিধি, কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রামে কলেজ-স্কুল ও মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তির বিপুল পরিমাণ টাকা প্রতি বছর ফেরত যাচ্ছে। ২০০৭ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৯১ লাখ টাকা ফেরত গেছে। ২০০৬ শিক্ষাবর্ষে ফেরত গেছে প্রায় ৮৫ লাখ টাকা। শিক্ষকদের অবহেলার পাশাপাশি উপবৃত্তি প্রদানের শর্ত পূরণ না হওয়ায় বিপুল পরিমাণ টাকা ফেরত গেছে। অন্যদিকে উপবৃত্তি দেয়ার নামে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়েরও অভিযোগ ওঠেছে। তাই জেলায় সরকারের উপবৃত্তি প্রদানের উদ্দেশ্য সাফল্যের মুখ দেখছে না।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, পরীক্ষায় ৪৫ ভাগ নম্বর প্রাপ্তি, ক্লাসে ৭৫ ভাগ উপস্থিতি এবং অবিবাহিতা হওয়ার শর্তে ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। এজন্য জেলার ৩৫৫টি বিদ্যালয়ে প্রায় ৯৪ হাজার এবং ২২৭টি মাদ্রাসার প্রায় ৩৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে উপবৃত্তির জন্য ২০০৭ শিক্ষাবর্ষে জেলায় ২ কোটি ৫৪ লাখ ৬৫ হাজার ২১২ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এই টাকার মধ্যে ১ কোটি ৭৪ লাখ ১৭ হাজার ৩৭ টাকা বিতরণ করা হয়। বাকি ৮০ লাখ ৪৮ হাজার ১৭৫ টাকা ফেরত গেছে। এর মধ্যে ভূরুঙ্গামারীতে ৩ লাখ ১২ হাজার ৬৩০ টাকা, নাগেশ্বরীতে ৮ লাখ ৮২ হাজার ৩০০ টাকা, ফুলবাড়ীতে ৩ লাখ ৭৫ হাজার ৩৬০ টাকা, রাজারহাটে ১০ লাখ ৪ হাজার ৮৮৮ টাকা, সদরে ৪ লাখ ৮২ হাজার ৩৭০ টাকা, উলিপুরে ৪ লাখ ১৭ হাজার ৭১৮ টাকা, চিলমারীতে ২ লাখ ৩৩ হাজার ৭৯০ টাকা, রৌমারীতে ৫ লাখ ৩৪ হাজার ৬৯০ টাকা এবং রাজীবপুর উপজেলায় ৪৩ হাজার ৪২৯ টাকা ফেরত গেছে।

এছাড়াও কলেজ পর্যায়ে ৮৭ লাখ ৪৯ হাজার ৬৪০ টাকা বরাদ্দের মধ্যে ৭৭ লাখ ৫২ হাজার ৩৪০ টাকা বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে ৯ লাখ ৯৭ হাজার ৩০০ টাকা ফেরত গেছে। এর আগে ২০০৬ শিক্ষাবর্ষে ৩ কোটি ৯৩ লাখ ৯৮ হাজার ৩১৫ টাকা স্কুল ও মাদ্রাসা পর্যায়ে বরাদ্দ হলেও ৩ কোটি ৮ লাখ ৯০ হাজার ৫০ টাকা বিতরণ করা হয়। ফেরত গেছে ৮৫ লাখ ৮ হাজার ২৬৫ টাকা। এই বিপুল পরিমাণ টাকা ফেরত যাওয়ার জন্য শিক্ষকদের অবহেলাকেই অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

এদিকে উপবৃত্তি দেয়ার নামে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে চাঁদা নেয়ার অভিযোগ উঠেছে। সদর উপজেলার মধ্যে কুমোরপুর হাইস্কুলের ৪৫ ছাত্রছাত্রী লিখিতভাবে অভিযোগ করেছে। প্রধান শিক্ষক উপবৃত্তি দেয়ার কথা বলে প্রতিজনের কাছ থেকে ১২০-১৫০ টাকা পর্যন্ত চাঁদা নিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আবুল কালাম আজাদ প্রাথমিক তদন্তে উপবৃত্তির নামে চাঁদা নেয়ার অভিযোগের সত্যতা পাওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, সরকারিভাবে আরোপিত শর্ত পূরণ না হওয়ায় অবিত[illegible]কৃত বিপুল পরিমাণ টাকা ফেরত গেছে।